আফরোজা সোমা

ধর্ষণ ও যৌন-নিপীড়ন সংবাদ

সংবাদপত্রে ব্যবহৃত ভাষার স্বরূপ সন্ধান

প্রবন্ধ

বাংলাদেশের দৈনিক সংবাদপত্রগুলোতে প্রতিনিয়তই ধর্ষণ ও যৌন-নিপীড়নবিষয়ক খবর প্রকাশ হয়। কিন্তু প্রকাশিত এই সংবাদগুলো হিমশৈলের মতোন। অর্থাৎ যত ঘটনা প্রকাশিত হয় তারচেয়ে বহুগুণ থেকে যায় লোকচক্ষুর অন্তরালে; অপ্রকাশিত। সেগুলো থানায় নথিবদ্ধ হয় না বা গণমাধ্যমের সংবাদেও প্রকাশ পায় না। যা আড়ালে, যা অপ্রকাশিত, তা কেন আড়ালে? কেন অপ্রকাশের ভার বয়ে বেড়াতে হয় নির্যাতিত ব্যক্তি ও তার পরিবারকে? সেই আলাপ অন্য কোথাও হবে। আজ এই লেখায় আলোকপাত করা হবে ধর্ষণ ও যৌন নিপীড়নের যে খবরগুলো পত্রিকায় প্রকাশিত হয় সেগুলোতে ব্যবহৃত ভাষা নিয়ে। অর্থাৎ এই লেখার মূল বিষয় ধর্ষণ ও যৌন নিপীড়ন নিয়ে সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে ব্যবহৃত ভাষার স্বরূপ সন্ধান।

নুসরাত : একটি কেস স্টাডি

নুসরাতের মৃত্যু হয়েছে। বলা যথার্থ, তাকে হত্যা করা হয়েছে। নিজের ওপরে ঘটা যৌন-নিপীড়নের প্রতিবাদ করায় হত্যার শিকার হয়েছেন নুসরাত। কিন্তু নুসরাতের ঘটনাটিই কি বাংলাদেশে প্রথম যৌন-নিপীড়ন এবং নিপীড়নের বিচার চাওয়ায় নির্যাতিত হবার একমাত্র ঘটনা? নাকি নুসরাতই এই দেশে যৌন-সন্ত্রাসের শেষ শিকার?

নুসরাতের মৃত্যুর এক সপ্তাহের মধ্যেই চট্টগ্রামে আরেক মেয়েকে বাসের ভেতর ধর্ষণে উদ্যত হয় বাস চালক ও তার সহকারী। কিন্তু মেয়েটি তার ওপরে আক্রমণকারী বাস-চালকের সহকারীকে মোবাইল দিয়ে আঘাত করে চলন্ত বাস থেকে রাস্তায় লাফিয়ে পড়ে বেঁচেছে। এই নিয়ে বিস্তারিত আছে প্রথম আলোর ১৩ এপ্রিলের খবরে।

২০১৮ সালের ৭ মার্চের প্রথম আলো ও দৈনিক সমকাল দেখুন। সেখানে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাকের বরাত দিয়ে প্রতিবেদন বলছে, গণপরিবহনে চলাচলকারী নারীদের শতকরা ৯৪ ভাগই কোনো না

কোনোভাবে যৌন নিপীড়নের শিকার।
সংখ্যাটি খেয়াল করুন। শতকরা ৯৪ ভাগ। এত বিপুল সংখ্যক যৌন-সন্ত্রাসের ঘটনার ক'টি থানায় 'রিপোর্ট' করা হয় বা নথিবদ্ধ হয়? ক'জন যান অভিযোগ জানাতে বা বিচার চাইতে? এই বিপুল সংখ্যক যৌন-সন্ত্রাসের ঘটনার কয়টি পত্রিকায় প্রতিবেদন আকারে প্রকাশ হয়?
এদেশে ধর্ষণের মতোন ঘটনাও 'আনরিপোর্টেড' থাকে। যে ব্যক্তি বলাৎকারের শিকার হন সে এবং তার পরিবার অনেকক্ষেত্রেই আইনি প্রক্রিয়ায় বিচারও চাইতে যান না। এছাড়া, ধর্ষণের ঘটনাটি 'পাঁচ-কান' হয়ে 'কলঙ্ক রটা' ও 'ইজ্জত যাওয়ার' ভয়ে অনেকেই সেটি চেপে যান। কিছুক্ষেত্রে ঘটনাটি পাঁচ-কান হলেও নির্যাতিত নারী ও তার পরিবার নানাবিধ কারণে আইনি পদক্ষেপ নেন না। আর থানা-পুলিশ নিয়ে আমাদের সাধারণের মনোজগতে একটা ভীতি আছে বলেই তো তৈরি হয়েছে প্রবাদ, 'বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা, পুলিশে ছুঁলে ছত্রিশ ঘা'।

বখাটে, শ্লীলতাহানি ও ইভটিজিং
এই নিবন্ধটি লেখার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি পঠিত দৈনিক প্রথম আলোকে বেছে নেয়া হয়েছে। প্রথম আলোয় প্রকাশিত যৌন-নিপীড়নবিষয়ক সংবাদগুলো থেকে পারপাসিভ স্যাম্পলিং বা উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ন করা হয়েছে।
২০১০ সাল থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে এই পত্রিকায় প্রকাশিত ধর্ষণ ও যৌন নিপীড়নবিষয়ক খবরগুলোর মধ্য থেকে নমুনা চয়ন করা হয়েছে। প্রথম আলো অনলাইনই খবরগুলোর মূল উৎস। এই সময়ের মধ্যে ধর্ষণ ও যৌন নিপীড়ন বিষয়ে ঠিক কতগুলো সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে সেটি খতিয়ে দেখা হয়নি। এই লেখায় শুধু ধর্ষণ ও যৌন-নিপীড়নবিষয়ক সংবাদে ব্যবহৃত ভাষার অসংগতি ও অস্পষ্টতাকেই খতিয়ে দেখা হয়েছে।
প্রথম আলোয় প্রকাশিত ধর্ষণ ও যৌন-নিপীড়নবিষয়ক সংবাদগুলোকে বিশ্লেষণ করে তিনটি শব্দের বহুল ব্যবহার পাওয়া গেছে। শব্দগুলো হলো 'বখাটে', 'শ্লীলতাহানি' ও 'ইভটিজিং'।
যৌন-নিপীড়ক ব্যক্তি যিনি কথায় বা ইশারা-ইঙ্গিতে বা গায়ে হাত দিয়ে বা ধর্ষণের মাধ্যমে নারীকে হয়রানি বা নির্যাতন করছেন তার পরিচয় হিসেবে সংবাদগুলোতে ব্যবহার করা হয়েছে বিশেষণ বাচক শব্দ 'বখাটে'।
আর যৌন-নিপীড়নের শিকার হওয়া নারীর যৌন-নির্যাতনের ঘটনাকে বোঝাতে প্রথম আলো ব্যবহার করেছে 'শ্লীলতাহানি'।
এছাড়া নারীর ওপরে ঘটা যৌন-হয়রানি ও নির্যাতনকে বোঝাতে প্রথম আলো 'ইভটিজিং' শব্দটিও ব্যবহার করেছে।

'বখাটে', 'শ্লীলতাহানি' ও 'ইভটিজিং' : আভিধানিক অর্থ ও সংবাদে প্রয়োগ

বখাটে
শৈলেন্দ্র বিশ্বাস সংকলিত ও শ্রী দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য সংশোধিত এবং সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা হতে ১৯৮৭ সালে প্রকাশিত সংসদ বাঙ্গালা অভিধান অনুযায়ী 'বখা' শব্দের অর্থ হচ্ছে কুসংসর্গে নষ্ট হওয়া বা দুশ্চরিত্র হওয়া বা ফাজিল বা বাচাল। (বিশ্বাস, ১৯৮৭)
যেমন 'ছেলেটি বখে গেছে' বলে ছেলেটির পড়ায় মন না থাকা, পড়া নষ্ট করে খেলার মাঠে দিনমান পড়ে থাকা থেকে শুরু করে স্কুল ফাঁকি দিয়ে সিনেমা দেখতে যাবার মতোন অপরাধকেও বোঝানো যায়। কিন্তু প্রথম আলোর প্রতিবেদনে যে ব্যক্তি ইট দিয়ে একটি মেয়ের মাথা ও মুখ থেঁতলে দিয়ে হত্যা করেছে তেমন গুরুতর ঘটনার দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকেও 'বখাটে' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

শ্লীলতা
নরেন বিশ্বাস সম্পাদিত বাংলা একাডেমি প্রকাশিত বাঙলা উচ্চারণ অভিধান অনুযায়ী, শ্লীলতা অর্থ শিষ্টতা, ভদ্রতা, ভব্যতা ও সম্ভ্রম। আর শ্লীলতাহানি মানে 'নারীর সম্ভ্রমহানি'। (বিশ্বাস, ২০১২)
তাহলে এখন জানা দরকার 'সম্ভ্রম' মানে কী? অভিধান বলছে, সম্ভ্রম অর্থ মর্যাদা, সম্মান, গৌরব, মান ও সমাদর। (বিশ্বাস, ২০১২)
অর্থাৎ শ্লীলতাহানি শব্দটি যৌন-সন্ত্রাস বা নিপীড়ন বোঝাতে গিয়ে অনেকক্ষেত্রেই অস্পষ্টতা তৈরি করে। এই অস্পষ্টতা নিয়ে একটি দারুণ উদাহরণ হলো ঋতুপর্ণ ঘোষের চলচ্চিত্র দহন।

শ্লীলতাহানি ও দহন
১৯৯৭ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত দহন সিনেমার মূল কাহিনি যৌন-নিপীড়নের শিকার এক নারীর ট্রমা এবং নিপীড়িত সেই নারীকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসা আরেক নারীর জীবনে নেমে আসা বিড়ম্বনা। যৌন-নিপীড়নের শিকার নারী কোনোক্রমে ধর্ষণের হাত থেকে বেঁচে গিয়েছিলেন। কিন্তু যৌন-আক্রমণের এই ঘটনা নিয়ে পরবর্তীতে থানা-পুলিশ-সাংবাদিক ইত্যাদি নানা পক্ষ জড়িত হবার পর ট্রমাক্রান্ত সেই নারীর জীবন হয়ে উঠে বিষবৎ।
সিনেমার গল্পে দেখা যায়, যৌন-আক্রমণের এই ঘটনাটি নিয়ে বিভিন্ন পত্রিকায় 'শ্লীলতাহানি' মর্মে সংবাদ প্রকাশ হয়। কোনো পত্রিকা শিরোনাম করে 'মেট্রোস্টেশনে শ্লীলতাহানির প্রচেষ্টা', কোনোটি লেখে, 'মেট্রোস্টেশনে বধূর শ্লীলতাহানির চেষ্টা' কোনোটি লেখে, 'মেট্রোস্টেশনে বধূর শ্লীলতাহানি : পুলিশ দুষ্কৃতিকারীদের ছুঁতেও পারছে না'। (আগরওয়াল, ১৯৯৭)
অর্থাৎ 'শ্লীলতাহানি' শব্দটি নিজেই এখানে তৈরি করে অস্পষ্টতা। একই ঘটনাকে কেউ বলছে শ্লীলতাহানি, কেউ বলছে শ্লীলতাহানি প্রচেষ্টা। তখনই প্রশ্ন আসে, তাহলে কতটুকু ঘটলে পরে শ্লীলতার সীমা লংঘিত হয়?
সিনেমায় দেখা যায়, যৌন-হামলার খবর কাগজে পড়ে জেনেছে সেই দম্পতির পরিচিত বহু মানুষ। কিন্তু সবারই আগ্রহ মূল ঘটনা জানার। আসলে কী ঘটেছিল? কতটুকু ঘটেছিল মেয়েটির সাথে? ধর্ষণ পর্যন্ত গিয়েছিল? নাকি যায়নি? এই নিয়ে নিপীড়িত মেয়েটির স্বামীর সাথে তার সহকর্মীর আলাপচারিতাটা দেখুন :
সহকর্মী : ব্যাপারটি কী হয়েছিল রে?
স্বামী : ওই কিছুই না। ইভটিজিং। যা হয় আরকি।
: কাগজে তো লিখেছে ফিজিকেল এসল্ট।
: হ্যাঁ। হাত-টাত মুচড়ে দিয়েছে। তবে আমাকে বেশি হিট করেছে। ওর তেমন লাগেনি [মানে স্ত্রীর]।
: মজুমদার বলছিল, রেপ। খবরের কাগজে চেপে গিয়েছে। (আগরওয়াল, ১৯৯৭)
'রেপ' (ধর্ষণ) শব্দটি শুনেই স্বামীটির মুখ পাথরের মতোন হয়ে যায়।
এই গেলো স্বামীর অফিসের চিত্র। আর বাড়িতে নির্যাতিত মেয়েটিকে পরিচর্যা দিচ্ছিলেন তারই এক জা। তিনি নির্যাতিত ছোটো জা-কে আন্তরিকভাবে আগলে রাখছিলেন। আত্মীয়-স্বজনের বারংবার জিজ্ঞাসার উত্তর করার উৎপাত থেকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করছিলেন। নির্যাতিতা ছোট জা-র শরীরের বিভিন্ন অংশ আহত। গলায় আঁচড়ের ক্ষত। সেসব জায়গায় তিনি ওষুধ মেখে দিচ্ছিলেন। ওষুধ মেখে দিতে-দিতে দুই জা'র আলাপচারিতাটা এরকম :
বড় জা : একটা গলা বন্ধ কিছু পড়ো। নইলে এক-এক করে [আত্মীয় স্বজনেরা] আসবে। আর জিজ্ঞেস করবে, কোথায় আঁচড় লেগেছে? গলায় আঁচড় লেগেছে? বুকে আঁচড় লেগেছে?
নির্যাতিত ছোটো জা : আমি আর পারছি না বারবার সকাল থেকে এক কথা বলতে। (আগরওয়াল, ১৯৯৭)
অর্থাৎ কতটুকু হলে শ্লীলতাহানি হয় বা হয় না সেই বিষয়টি আপেক্ষিক। পাঁচজন যুবক এক নারীর স্বামীকে মেরে-পিটিয়ে অজ্ঞান করে রাস্তায় ফেলে রেখে নারীটিকে টেনে-হিঁচড়ে-জাপ্টে-ধরা-ধরি করে বাইকে তুলে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছে। যুবকদের আঁচড়ে মেয়েটির গলায় ক্ষত হয়েছে। বাম চোখের উপরে-নিচে কালশিটে পড়েছে। আর মেয়েটির মায়ের ভাষ্যানুযায়ী 'সারা গায়ে কালশিটে পড়ে গেছে'। কিন্তু মেয়েটির কি শ্লীলতাহানি হয়েছে নাকি হয়নি?

ইভটিজিং
'ইভটিজিং' ইংরেজি শব্দ। তবে, ইংরেজি-প্রধান দেশগুলোতে এই শব্দের চল নেই। এটি বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয় বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানসহ কেবল দক্ষিণ এশিয়ার কয়েকটি দেশে। ইভটিজিং শব্দটি দিয়ে এই অঞ্চলে 'সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট' ও 'সেক্সুয়াল এসল্ট' বা যে কোনো প্রকারের অনাকাঙ্ক্ষিত যৌন স্পর্শ, যৌন-হয়রানি ও যৌন-

আক্রমণকে বোঝানো হয়। (ইভটিজিং, এন.ডি)
অথচ ইংরেজি শব্দ 'টিজিং'র অর্থ হচ্ছে কোনো ব্যক্তিকে নিয়ে ঠাট্টা-মস্করা করা বা ফাজলামো করা। সেই টিজিং রঙ্গ-রস থেকে শুরু করে বেশ খানিকটা সিরিয়াস বা গুরুতর দিকেও মোড় নিতে পারে বটে। অনলাইন অক্সফোর্ড ডিকশানারি অন্তত তেমনটিই বলছে। (টিজিং, এন.ডি)

উত্ত্যক্ত ও লাঞ্ছিত

'ইভটিজিং', 'বখাটে' ও 'শ্লীলতাহানি'র পাশাপাশি 'উত্ত্যক্ত' ও 'লাঞ্ছিত' শব্দ দু'টোও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। কিন্তু উত্ত্যক্ত ও লাঞ্ছিত শব্দের অর্থ বিস্তৃত।
সংসদ বাঙ্গালা অভিধান জানাচ্ছে, লাঞ্ছিত অর্থ হলো অপমানিত, অপদস্ত, উৎপীড়িত ইত্যাদি। আর উত্ত্যক্ত শব্দের অর্থ হচ্ছে অত্যন্ত বিরক্ত, ব্যতিব্যস্ত, অস্থির। (বিশ্বাস, ১৯৮৭)
আমি নিজে ছোটবেলায় দেখেছি, এক পড়শী আরেক পড়শীকে শত্রুতাবশত উত্ত্যক্ত করতে গিয়ে রাতের অন্ধকারে পড়শী বাড়ির টিনের চালে ঢিল মেরেছে, ফুল বাগানের গাছ তুলে ফেলেছে ও ফুল ছিঁড়ে ফেলেছে, লাউ ও শিম গাছের গোড়া কেটে দিয়েছে। শত্রুতা থাকা পড়শীর গরু বা ছাগল ভুলক্রমেও শত্রুভাবাপন্ন পড়শীর বাড়িতে চলে এলে সেই গরু, ছাগল বা বাছুরকে গাছ বা ক্ষেতের ফসল খাওয়ার দায়ে হয় বাড়িতে বেঁধে রাখা নয় খোঁয়াড়ে দিয়ে দেয়ার ঘটনা ঘটেছে। এছাড়া, ঘরের দরজার সামনে ও বারান্দায় মানুষের মল রেখে যাওয়া, পুকুরের পানিতে বিষ মিশিয়ে দিয়ে মাছ মেরে ফেলার ঘটনা পরিচিতদের কাছে শুনেছি। পাশাপাশি, বাড়ির বউ-ঝিদেরকে ক্রমাগত শারীরিক-মানসিক নির্যাতন করেও উত্ত্যক্ত করার ঘটনা ঘটে বলে জানি। অর্থাৎ কাউকে বিরক্ত বা উত্ত্যক্ত করতে চাইলে নানাভাবেই করা যায়। যৌন-নিপীড়ন বা যৌন হয়রানিই 'উত্ত্যক্ত' করার একমাত্র উপায় নয়।
আর 'লাঞ্ছিত' শব্দটি দিয়ে কোনো সম্মানিত ব্যক্তির সাথে অপমানজনকভাবে রূঢ়-ব্যবহার করা থেকে শুরু করে কাউকে চড়-থাপ্পড়-ঘুষি মারাকেও বোঝানো যেতে পারে। ফলে, 'লাঞ্ছিত' শব্দটি দিয়েও কোনোভাবেই কেবল যৌন-হয়রানির ঘটনাকেই নির্দেশ করে না।

'বখাটে', 'ইভটিজিং', 'শ্লীলতাহানি', 'উত্ত্যক্ত' ও 'লাঞ্ছিত' : প্রথম আলোর কয়েকটি সংবাদের ভাষা বিশ্লেষণ

ঘটনা-১ : ২০১৩ সাল। স্থান ময়মনসিংহ। সামাদ নামে এক কলেজ-ছাত্র আফসারী নামের অনার্স প্রথম বর্ষে পড়ুয়া এক ছাত্রীর মাথা ইট দিয়ে থেঁতলে দেয়। ঘটনার ৫ দিন পর মেয়েটির মৃত্যু হয়। এই সংবাদে হত্যার দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তির পরিচয় দেয়া হয়েছে 'বখাটে'। ('আফসারী হত্যার ঘটনায় সামাদের', ২০১৩)
কিন্তু বখাটে মানে কী? এই ছাত্রটি কি ছিনতাই, জুয়া, ধর্ষণ ইত্যকার আরো অপকর্মের সাথে জড়িত? পুলিশের খাতায় অপরাধী হিসেবে তার নাম আছে? তার নামে আগেও নানান অপরাধ ঘটাবার অভিযোগে মামলা হয়েছে? যদি থাকে তাহলে সেগুলোর থেকে দু'একটি সংবাদে উল্লেখ করলেই 'বখাটে' ব্যক্তিকে কেন 'বখা' বলা হচ্ছে তার যুক্তিটা প্রতিষ্ঠিত হতো। কিন্তু কোনো যুক্তি, কারণ, ব্যাখ্যা ছাড়াই হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তিটিকে কেন 'বখাটে' বলে বিশেষণ দেয়া হলো?
ঘটনা-২ : ২০১৫ সাল। স্থান ফরিদপুর। নবম শ্রেণিতে পড়ুয়া এক স্কুল ছাত্রীকে কয়েক যুবক দীর্ঘদিন ধরে 'উত্ত্যক্ত' করে আসছিল। এরই এক পর্যায়ে তারা ৫ যুবক মিলে একদিন রাস্তায় মেয়েটিকে আটকে 'শ্লীলতাহানির (মানে কী? ধর্ষণের চেষ্টা?) চেষ্টা করে'। তখন মেয়েটির চিৎকারে আশপাশের লোকজন এগিয়ে এসে মেয়েটিকে উদ্ধার করে। এই যুবকেরাই সেই মেয়েটির ছবি সহযোগে ভিডিও সম্পাদনা করে একটি অশ্লীল ভিডিও তৈরি করে তার বাবার কাছে তিন লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে। নইলে সেই ভিডিও অনলাইনে ছড়িয়ে দেয়ার হুমকি দেয়। ('অশ্লীল ভিডিওচিত্র তৈরি করে', ২০১৫)
এখানেও এই যুবকদের পরিচয় লেখা হয়েছে শুধু 'বখাটে'। বখাটে দিয়ে কি বোঝা যায় তারা কী ধরনের অপরাধ করেছে বা তাদের বিরুদ্ধে কীসের অভিযোগ উঠেছে? অথচ যুবকদের বিরুদ্ধে যৌন-হয়রানি, ধর্ষণ-প্রচেষ্টা ও চাঁদাবাজির অভিযোগ রয়েছে।

> পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেতে দরকার সচেতনতা। তাই, ধর্ষণ ও যৌন-নিপীড়নবিষয়ক খবর যে সাংবাদিকেরা সংগ্রহ করবেন, লিখবেন এবং এই সংবাদগুলো যে সহ-সম্পাদকেরা সম্পাদনা করবেন তাদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। তাহলেই ধর্ষণ ও যৌন-হয়রানি, নিপীড়ন ও নির্যাতনবিষয়ক সংবাদ মুক্তি পাবে ভাষার অসংগতি ও অস্পষ্টতা থেকে

ঘটনা-৩ : ২০১২ সাল। অকুস্থল গাজীপুর। মাদরাসার এক ছাত্রীকে এক 'বখাটে' বহুদিন ধরে 'উত্ত্যক্ত' করে আসছিল। একদিন সেই যুবক মেয়েটিকে রাস্তায় আটকে 'অশোভন আচরণ' করলে মেয়েটি ভয়ে আরেক বাড়িতে আশ্রয় নেয়। সেই বাড়িতে গিয়েও সেই যুবক মেয়েটিকে 'শ্লীলতাহানি'র (ধর্ষণ করতে উদ্যত হয়?) চেষ্টা করলে মেয়েটির চিৎকারে আশপাশের মানুষ এগিয়ে আসে এবং যুবকটিকে ধরে পিটুনি দিয়ে আটকে রাখে। কিন্তু পরে যুবকটিকে স্থানীয় সালিশে ১০ ঘা বেতের বাড়ি দিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়। (ছাত্রীকে উত্ত্যক্ত বখাটেকে ১০ ঘা, ২০১২)
ঘটনা-৪ : ২০১৯ সাল। স্থান চট্টগ্রাম। 'শ্লীলতাহানি থেকে রক্ষায় বাস থেকে লাফ' শিরোনামে বলা হয়, চলন্ত বাসের ভেতর ধর্ষণের উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রীর গলায় ওড়না পেঁচিয়ে ধরে বাসের হেল্পার। 'বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাসায় ফেরার পথে গত বৃহস্পতিবার নগরের রেয়াজউদ্দিন বাজার এলাকায় 'শ্লীলতাহানির' এই ঘটনা ঘটে।' (শ্লীলতাহানি থেকে রক্ষায় বাস, ২০১৯)
যেখানে নির্দিষ্টভাবেই ধর্ষণের উদ্দেশ্যে যৌন-আক্রমণ করা হয়েছে সেখানেও কেন, কোন প্রয়োজনে শ্লীলতাহানি শব্দটি ব্যবহার করেছে প্রথম আলো?
ঘটনা-৫ : ২০১৯ সাল। অকুস্থল গাজীপুর। 'বখাটেদের উত্ত্যক্তে অতিষ্ঠ হয়ে কিশোরীর আত্মহত্যা!' শিরোনামে প্রথম আলো জানাচ্ছে, 'গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলায় বখাটেদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে অষ্টম শ্রেণিতে পড়ুয়া এক কিশোরী আত্মহত্যা করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।' আর খবরের বিস্তারিততে বলা হয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে মেয়েটিকে দুই 'বখাটে' 'অপমানজনক কথা বলে উত্ত্যক্ত' করতো। (বখাটেদের উত্ত্যক্তে অতিষ্ঠ হয়ে, ২০১৯)
এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই সংবাদে 'উত্ত্যক্ত' শব্দের অর্থ কী?
আগের সংবাদগুলোতে যেখানে নারীদের সাথে যৌন-নিপীড়নের ঘটনা ঘটেছে সেখানেও ব্যবহৃত হয়েছে 'উত্ত্যক্ত' শব্দটি। আবার এই সংবাদেও 'উত্ত্যক্ত' শব্দটি আছে। কিন্তু আত্মহত্যার এই ঘটনার পেছনে যৌন-নিপীড়ন হয়েছে কি-না এই মর্মে কোনো ইশারা নেই। তাহলে এই

সংবাদে 'উত্যক্ত' বলতে ঠিক কী ধরনের জ্বালাতন বা নিপীড়নকে পাঠক কল্পনা করবে?

এখন গাজীপুরের এই সংবাদ পড়ে এখানে 'উত্যক্ত' শব্দের অন্তর্নিহিত অর্থ হিসেবে পাঠক কি বুঝে নেবে যে, কিশোরী মেয়েটিকে 'বখাটেরা' যৌন-হয়রানিমূলক কথা-বার্তা-ইশারা-ইঙ্গিত করে নিত্যই জ্বালাতন করতো? নাকি রাস্তায় যাবার সময় 'বখাটেরা' মেয়েটির গায়ে নানান বস্তু দিয়ে ঢিল মারতো? থুঁতু ছুড়তো? গালা-গাল করতো? মেয়েটিকে শারীরিকভাবে পীড়ন করতো? টিটকিরি মারতো? ঠিক কীভাবে মেয়েটিকে উত্যক্ত করা হতো? মানসিক বা শারীরিক নিপীড়নের মাত্রা কতটা তীব্র ও অসহনীয় হলে পরে 'উত্যক্ত' হতে-হতে একজন মানুষ আত্মহত্যা করে ফেলে? তা ভাবতে পাঠককে তার কল্পনা শক্তির আশ্র নেয়া ছাড়া আর উপায় কী!

এরকম উদাহরণ আরো রয়েছে। কিন্তু উদাহরণের সংখ্যা না বাড়িয়ে মূল প্রশ্নের দিকে যাই। যৌন-হয়রানির ঘটনাগুলোকে গণমাধ্যম কেন স্পেসিফিকভাবে বা নির্দিষ্টসূচক শব্দ দিয়ে লেখে না? যৌন-হয়রানি, যৌন-আক্রমণ, যৌন-সন্ত্রাস, ধর্ষণ-প্রচেষ্টার মতো নির্দিষ্ট অপরাধ সংগঠিত হলেও বা অপরাধ সংগঠিত হয়েছে বলে স্পষ্ট অভিযোগ থাকলেও কেন নির্দিষ্টসূচক 'যৌন-হয়রানি', 'যৌন-আক্রমণ', 'যৌন-সন্ত্রাস', 'ধর্ষণ-প্রচেষ্টা' শব্দগুলো ব্যবহার করা হয় না?

কেন 'শ্লীলতাহানি', 'উত্যক্ত' জাতীয় অস্পষ্ট শব্দ দিয়ে সংবাদের মধ্যে ধোঁয়াশা তৈরি করা হয়?

ভাষার অস্পষ্টতা কী করে দূর হতে পারে?

ভাষার অস্পষ্টতা দূর করতে হলে ধর্ষণ ও যৌন-হয়রানি ঘটনা বিষয়ে চিন্তার অস্পষ্টতা দূর করতে হবে। 'শ্লীলতাহানি' বা 'উত্যক্ত' বা 'ইভটিজিং' ধোঁয়াশাছন্ন শব্দ। কোনো নারীর পাশ দিয়ে হেঁটে যাবার সময় বিড়বিড় করে যদি কোন পুরুষ মেয়েটিকে যৌন-ইঙ্গিত দিয়ে কথা বলে বা মেয়েটির শরীরের 'স্পর্শকাতর অঙ্গে' আপত্তিকরভাবে ছুঁয়ে দেয় বা তাকে 'মলেস্ট' করে তাহলে সেটি কি 'উত্যক্ত' করার মধ্যে পড়বে? নাকি পড়বে 'ইভটিজিং' বা 'শ্লীলতাহানি'র মধ্যে? যে ব্যক্তি এই কাণ্ডটি ঘটাবেন তিনি কি 'বখাটে' নাকি 'উত্যক্তকারী' নাকি 'ইভটিজার' বলে বিবেচিত হবে?

এই অস্পষ্টতা তৈরিকারী শব্দাবলির ব্যবহার ত্যাগ করতে হবে। অপরাধ বা অভিযোগ নির্দিষ্টসূচক শব্দাবলি সংবাদে ব্যবহার করতে হবে। অভিযোগ যদি হয় ধর্ষণ-প্রচেষ্টা তাহলে সেটিকে 'শ্লীলতাহানি' লেখার দরকার নেই। লিখতে হবে ধর্ষণ-প্রচেষ্টা।

অভিযুক্ত পুরুষের বিরুদ্ধে যদি 'মলেস্ট' করা বা নারীর শরীরের স্পর্শকাতর অঙ্গ যৌন উদ্দেশ্যে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে ছুঁয়ে দেয়ার অভিযোগ উঠে তাহলে তাকে 'বখাটে' বা 'উত্যক্তকারী' বা 'ইভটিজার' বলার দরকার নেই। বরং ব্যক্তি যে অপরাধটি করেছিল সেই অপরাধ-নির্দেশক শব্দই লিখতে হবে। ধরা যাক, সে যদি মলেস্টর হয় তাহলে লিখতে হবে, যৌন-আক্রমণের দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তি।

অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে যদি এই জাতীয় আরো অভিযোগ থাকে তাহলেও তাকে 'বখাটে' লেখার দরকার নেই। কারণ, যে ছিনতাই করে, চুরি করে, জুয়া খেলে তাকেও 'বখাটে' বলে নির্দেশ করা যেতে পারে। তাই, যৌন-হয়রানীর অভিযোগ উঠা ব্যক্তির ক্ষেত্রে লেখা যেতে পারে, এই ব্যক্তির বিরুদ্ধে যৌন-হয়রানি/নির্যাতন/নিপীড়নের আরো অভিযোগ রয়েছে।

অর্থাৎ যৌন-হয়রানিকারী ব্যক্তি 'বখা' কি বখা নয়, সেই 'বিচার' করে একটি বিশেষণ বাচক শব্দ সংবাদের মধ্যে ঢুকিয়ে দেবার দরকার নেই। কারণ সমাজের চোখে বখে যাওয়া নয় এমন বহু ব্যক্তির বিরুদ্ধেও যৌন-হয়রানির অভিযোগ ওঠে। মিটু আন্দোলনের বরাতে বাংলাদেশসহ সারা পৃথিবীতে এরকম অনেক ঘটনা প্রকাশিতও হয়েছে।

তাছাড়া, সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে বিসমিল্লাতেই শেখানো হয় যে, সংবাদে অর্থাৎ হার্ড-নিউজে কোনো বিশেষণ বাচক বা দোষগুণ বাচক শব্দ ব্যবহার করা যাবে না। এই নিয়ম প্রথম আলোর রাজনীতি বা অন্যান্য খবরে মোটামুটি অনুসরণ করা হলেও ধর্ষণ, যৌন-হয়রানি ও যৌন-নিপীড়নের সংবাদের ক্ষেত্রে তেমনভাবে প্রয়োগ করতে দেখা যায় না।

বরং সংবাদগুলোতে যৌন-হয়রানিকারক ব্যক্তিকে বলা হয় 'বখাটে'। অভিযুক্ত ব্যক্তির চারিত্রিক সনদপত্র দেয়া সাংবাদিকের কাজ নয়। তার কাজ হলো সত্য তথ্যের ভিত্তিতে ঘটনার প্রতিবেদন তৈরি করা। প্রতিবেদন তৈরি করার সময় সাংবাদিককে হতে হয় নির্মোহ। এটিই সাংবাদিকতার চিরায়ত শিক্ষা। কিন্তু প্রথম আলো ধর্ষণ ও যৌন-হয়রানির ঘটনার প্রতিবেদন লেখার ক্ষেত্রে প্রায়শই এই চিরায়ত নিয়মের ব্যত্যয় ঘটাচ্ছে।

অনলাইন ও দৈনিক পত্রিকা মিলিয়ে প্রথম আলোর এখন দৈনিক পাঠক সংখ্যা ৭৬ লাখ। প্রতিষ্ঠানটি নিজেদেরকে বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি পঠিত দৈনিক হিসেবে দাবি করে। এছাড়া, প্রথম আলোর রয়েছে বানান-রীতি ও স্টাইল গাইড। যা বাংলাদেশে অনেক পত্রিকারই নেই। সবচে' বেশি পঠিত ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সংগঠিত পত্রিকাটিতে ধর্ষণ ও যৌন-নিপীড়নের সংবাদের ভাষার ব্যবহারেই যদি এত অসংগতি থাকে তাহলে এর চেয়ে কম সার্কুলেশন ও কম সংগঠিত পত্রিকার খবরের ভাষা আরো কতটা অসংগতিপূর্ণ ও দূষণীয় হতে পারে সেটি ভাববার বিষয় তো বটেই।

এখন এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তি দরকার। সাংবাদিকদের মুক্তি দরকার 'ভিকটিম' ও 'পারপিট্রেটর' বা নির্যাতনের শিকার ও নিপীড়নের দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তির চারিত্রিক সনদ লেখার দায়িত্ব থেকে। আর পাঠকের মুক্তি দরকার, বিশেষণ বাচক শব্দে লিখিত অনির্মোহ সংবাদকে নির্মোহ ভেবে পাঠ করার প্রতারণা থেকে।

এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেতে দরকার সচেতনতা। তাই, ধর্ষণ ও যৌন-নিপীড়নবিষয়ক খবর যে সাংবাদিকেরা সংগ্রহ করবেন, লিখবেন এবং এই সংবাদগুলো যে সহ-সম্পাদকেরা সম্পাদনা করবেন তাদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। তাহলেই ধর্ষণ ও যৌন-হয়রানি, নিপীড়ন ও নির্যাতনবিষয়ক সংবাদ মুক্তি পাবে ভাষার অসংগতি ও অস্পষ্টতা থেকে।

তথ্যসূত্র :

বিশ্বাস, শৈলেন্দ্র (সম্পা.)(১৯৮৭)। সংসদ বাঙ্গালা অভিধান (চতুর্থ সংস্করণ, পৃষ্ঠা. ৪৬৯, ৬২৩, ৯৭)। কলকাতা, ভারত: সাহিত্য সংসদ। বিশ্বাস, নরেন (সম্পা.) (২০১২)। বাংলা একাডেমি বাঙলা উচ্চারণ অভিধান (দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃষ্ঠা. ৪৪৫, ৪৭৩)। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

Eve-teasing. (n.d). Retrieved April 13, 2019 from https://bowvalleycollege.libguides.com/c.php?g=494959&p=3386855

Teasing. (n.d.) In Cambridge dictionary. Retrieved April 13, 2019 from https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/tease

আগরওয়াল, বিজয় (প্রযোজক), ঘোষ, ঋতুপর্ণ (পরিচালক) । (১৯৯৭)। দহন [চলচ্চিত্র]। ভারত: জি পি ফিল্মস প্রাইভেট লিমিটেড।

আফসারী হত্যার ঘটনায় সামাদের বিরুদ্ধে মামলা (২০১৩, সেপ্টেম্বর ৭), প্রথম আলো। রিট্রিভড এপ্রিল ১৩, ২০১৯ ফ্রম https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/4534৯

অশ্লীল ভিডিওচিত্র তৈরি করে চাঁদা দাবি, গ্রেপ্তার ২ (২০১৫, মার্চ ২), প্রথম আলো। রিট্রিভড এপ্রিল ১৪, ২০১৯ ফ্রম https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/465703

ছাত্রীকে উত্যক্ত বখাটেকে ১০ ঘা (২০১২, জুলাই ২৬), প্রথম আলো। রিট্রিভড এপ্রিল ১৪, ২০১৯ dIg http://archive.prothomalo.com/detail/date/2012-07-26/news/276972

শ্লীলতাহানি থেকে রক্ষায় বাস থেকে লাফ (২০১৯, এপ্রিল ১৩), প্রথম আলো। রিট্রিভড এপ্রিল ১৩, ২০১৯ ফ্রম https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1588599

বখাটেদের উত্যক্তে অতিষ্ঠ হয়ে কিশোরীর আত্মহত্যা! (২০১৯, এপ্রিল ১৩), প্রথম আলো। রিট্রিভড এপ্রিল ১৩, ২০১৯ ফ্রম https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1588635